আর্থিক লিপি
শিলিগুড়ি, মঙ্গলবার, ৯ জানুয়ারি ২০১৮
Siliguri, Tuesday, January 9, 2018
Arthik lipi, Page 3

মুকুলকে কটাক্ষ পার্থর

স্টাফ রিপোর্টার: প্রার্থী তালিকায় নাম বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে রবিবার বিজেপির হয়ে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছিলেন মঞ্জু বসু। এরপর বিজেপির একাংশ দাবি করে মঞ্জু বসুকে ভয় দেখানো হয়, এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আনুগত্য দেখানোটা যদি ভয় দেখানো হয় তাহলে এটা কঠিন ব্যাপার। কাঁচরাপাড়ার বাবু যে দলে গিয়েছেন আগে সেই দলের সংগঠন সামলাক। আগে নিজের দলের হয়ে চাটাই পাতুক তারপর বাংলায় চাটাই পাতবে। এইসব গিমিক করে লাভ হবে না। স্বাভাবিকভাবে নোয়াপাড়া ইস্যুতে মুকুল ম্যাজিক বিফল যাওয়ায় বেকায়দায় বিজেপি। দলের ভেতরে ও বাইরে মুখ পুড়েছে মুকুল রায়েরও।

অন্যদিকে সোমবার বীরভূমে পুরোহিতের সম্মেলন হয় এটা ঘুরিয়ে হিন্দুত্বের আস্ফালন বা গেরুয়াকরণ কিনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন,'পুরোহিত মানে বিজেপি নয়। ধর্ম ও রাজনীতি এক নয়। মুসলিমদের জন্য কিছু সমন্বয় চাই।

নোয়াপাড়ায় মঞ্জু বসুর জায়গায় বিজেপির প্রার্থী সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

উলুবেড়িয়া কেন্দ্রে অনুপম মল্লিকেই আস্থা গেরুয়া শিবিরের

স্টাফ রিপোর্টার: নোয়াপাড়ায় প্রার্থী বদল করল বিজেপি। নোয়াপাড়া বিধানসভা থেকে বিজেপির হয়ে উপনির্বাচনে লড়বেন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক মঞ্জু বসুকে প্রার্থী করে গেরুয়া শিবির। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই মঞ্জু বসু প্রার্থী হতে অস্বীকার করায় মুখ পোড়ে বিজেপির। তাই ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে প্রার্থী বদল করে বিজেপি।

সোমবার বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির পক্ষ থেকে নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থী হিসাবে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করা হয়। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দিলীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি। এদিনই উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের জন্যও প্রার্থী ঘোষণা করে বিজেপি। এই লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হচ্ছেন অনুপম মল্লিক। তিনি হাওড়া জেলার বিজেপি সভাপতি।

একের পর এক নির্বাচনে কংগ্রেস ও সিপিএমকে পিছনে ফেলে দ্রুত তৃণমূলের মূল প্রতিপক্ষ হিসাবে উত্থানে যথেষ্ট উৎসাহী বিজেপি নেতৃত্ব। তার উপর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে একদা তৃণমূলের 'নাম্বার টু' মুকুল রায় বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ফলে অনেকটাই সুবিধা হবে বলেই ভেবেছিলেন দিলীপ ঘোষরা। বিশেষ করে তৃণমূল ভাঙিয়ে বড় বড় নেতা-নেত্রীকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ানোর ক্ষেত্রে মুকুল রায়ের উপরেই ভরসা রাখছিলেন তারা। আর তড়িঘড়ি মঞ্জু বসুর জায়গায় দিলীপ ঘনিষ্ঠ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করল বিজেপি।

আগামী ২৯ জানুয়ারি উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের পাশাপাশি নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন রয়েছে।

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নোয়াপাড়া কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন কংগ্রেস প্রার্থী মধুসূদন ঘোষ। গত বছরের আগস্ট মাসে প্রয়াত হন কংগ্রেসের এই বিধায়ক। এরপরেই ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। একই দিনে উপনির্বাচন রয়েছে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রেও। তৃণমূল সাংসদ সুলতান আহমেদ প্রয়াত হওয়ায় ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে। ইতিমধ্যেই দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য তাদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে তৃণমূল, কংগ্রেস ও বামেরা। সোমবার নোয়াপড়া ও উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের জন্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল বিজেপি।

নোয়াপাড়া থেকে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মঞ্জু বসুকে প্রার্থী করানোর মাধ্যমে বিজেপির কাছে নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন মুকুল রায়। কারণ, মঞ্জু বসু মুকুল রায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর নাম ঘোষণাও করে দেওয়া হয়েছিল নোয়াপাড়ার প্রার্থী হিসাবে। কিন্তু মঞ্জু বসু বিজেপির হয়ে প্রার্থী হতে অস্বীকার করেন। তিনি জানিয়ে দেন, তিনি এখনও তৃণমূলেই রয়েছেন। আর এতেই মুকুল রায়ের মুখ পুড়লো বলে মনে করছে রাজনৈতক মহল। তাই

শাঁওলি মিত্রর মানভঞ্জনে মরিয়া রাজ্য সরকার

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলা আকাদেমির সভাপতির পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেই শাঁওলি মিত্রর মন পেতে মরিয়া রাজ্য সরকার। বাংলা আকাদেমির সভাপতির পদে থেকে তিনি যাতে নিজের কাজ চালিয়ে যান, সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করেছে সরকার। অন্তত শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বক্তব্যে, তার ইঙ্গিত মিলেছে। সোমবার এক প্রশ্নের উত্তরে পার্থ চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, শাঁওলি মিত্র তার কাজ চালিয়ে যাবেন। কিছু পরিকাঠামোগত সমস্যা ছিল মুখ্যমন্ত্রী সেইগুলি ঠিক করে দিয়েছেন। তিনি তার কাজ করে যাবেন। প্রসঙ্গত, পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে বাংলা আকাদেমির বেশ কয়েকদিন ধরেই বাংলা আকাদেমির কাজে গতি আসছিল না বলে অভিযোগ তুলে আকাদেমির ছাড়ার কথা জানিয়েছিলেন প্রখ্যাত এই নাট্য ব্যক্তিত্ব।

রাজ্যে পরিবর্তনের অন্যতম মুখ ছিলেন পদ্মশ্রী এই অভিনেত্রী। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম

গণ-আন্দোলনের সময় সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে সেদিন দ্বিধা করেননি। পালা বদলের পর বাংলা আকাডেমির কাজে যোগ দেওয়ার অনুরোধ করা হয় তাঁকে।

আকাদেমির উদ্যোগে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের কাজ শুরু করেন। পরে মহাশ্বেতা দেবীর প্রয়াণের পর আকাদেমির সাধারণ কাজের ভারও তাঁর উপর গিয়েই পড়ে। সে কাজ তিনি করেও চলেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতির আকাদেমির কাজ থমকে গিয়েছিল, অভিযোগ তাঁর। শাঁওলি জানাচ্ছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে তাঁর। যে কাজ, যেভাবে করতে চাইছেন তা করতে পারছেন না। পরিকাঠামোগত কিছু সমস্যা হচ্ছে। কোনও কারণে সরকার তার সুরাহাও করতে পারছেন না।

এ নিয়ে সপ্তাহ তিনেক আগেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিও দেন তিনি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকেও কোনও জবাব মেলেনি বলেই দাবি ছিল শাঁওলির। তাঁর মতে, তিনি কাজ করতে চেয়েছেন। পদের প্রতি তাঁর কোনও মোহ নেই। পদ আঁকড়ে তাই পড়েও থাকতে চান না।

বাংলা আকাদেমির দায়িত্ব থেকে তাই সরে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। তাঁর দাবি, তিনি কাজ করতে পছন্দ করেন। বাংলা আকাদেমির তরফে প্রকাশনার যে কাজ হয় তা করতে তিনি যারপরনাই আগ্রহী। সেই কাজের জন্যই তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু এখন যখন নিজের কাজটিই নিজের মতো করে করতে পারছেন না, তখন পদে থেকে কী লাভ? সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলার পরেই শাঁওলি মিত্র মন পেতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার।

সমবায় নির্বাচনকে ঘিরে সংঘর্ষ তৃণমূলের দুই আদিবাসী গোষ্ঠীর, আহত ২০

স্টাফ রিপোর্টার: দু'পক্ষই তৃণমূল। তাতে কি! বিরোধীশূন্য আসনে ক্ষমতা থাকবে কোন গোষ্ঠীর হাতে, তা নিয়েও সামান্য সমবায় সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে বিবাদে জড়িয়ে পড়ল তৃণমূলের দুই আদিবাসী গোষ্ঠী। আর তাতেই উত্তপ্ত বিধাননগর। পরস্পরের হাতাহাতিতে আহত প্রায় ২০ জন তৃণমূল সমর্থক। সোমবার আদিবাসী সমবায় উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে তৃণমূল নেতা পবন সর্দার ও শাসকদলের নয়াবাধের বিধায়ক দুলাল মুর্মুর গোষ্ঠী। এদিন দুপুরে সল্টলেকের সিধু-কানু ভবনে এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী। পুলিশ সূত্রে খবর, ট্রাইবাল কো-অপারেটিভ সোসাইটির অন্তর্গত আদিবাসী মাল্টিপারপাস সোসাইটির বোর্ড-অফ-ডিরেক্টরের নির্বাচন নিয়েই এই হাতাহাতির ঘটনা। ১৫ জনের বোর্ড-অফ-ডিরেক্টর পদে নির্বাচন ছিল। অভিযোগ, দুপুর ১১:৩০ টা নাগাদ আচমকাই লাঠিসোঠা নিয়ে মারপিট শুরু করে দু'পক্ষ। পবন সর্দার ও দুলাল মুর্মুর গোষ্ঠী পরস্পর পরস্পরের দিকে লাঠি-হাঁসুয়া নিয়ে তেড়ে যায়। প্রথমদিকে গালিগালাজের মধ্যে এই সংঘর্ষ সীমিত থাকলেও, পরে তা হাতাহাতিতে পৌঁছয়। ভাঙচুর করা হয় বেশকয়েকটি গাড়িও। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। পুলিশ এসে পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পবন সর্দার গোষ্ঠীর নেতা প্রদ্যুৎকুমার সর্দারের বক্তব্য,'সব কিছুই শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছিল। পরে নয়াবাধের বিধায়কের ঘনিষ্ঠ প্রবীর মাহাতো লোকজন নিয়ে আমাদের ওপর চড়াও হয়। আসলে পবন সর্দারের যোগ্যতা বেশী। তাই নির্বাচন ভণ্ডুল করতে ইচ্ছাকৃতভাবে গন্ডগোল পাকিয়েছে বিধায়কের লোকজন।' তবে এই ঘটনার সঙ্গে তিনি যুক্ত নয় বলে দাবি নয়াবাধের বিধায়ক দুলাল মুর্মুর। তাঁর বক্তব্য,'ভিত্তিহীন অভিযোগ। এই ধরনের কোনও কাজে আমি বা আমার পরিচিত কেউ জড়িত নয়। তবুও যখন অভিযোগ এসেছে আমি অবশ্যই খোঁজ নেব।' তৃণমূল সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই এই ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির দাবিতে বিকাশ ভবনের সামনে ধর্না শিক্ষকদের

স্টাফ রিপোর্টার: চাকরির মেয়াদ পুনর্নবীকরণ ও সরকারিকরণের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গের কয়েক হাজার কম্পিউটার শিক্ষকরা সল্টলেকের বিকাশ ভবনের সামনে সোমবার ধর্নায় বসেন। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে তাদের দাবিপত্র জমা দেবেন।

সল্টলেকের করুণাময়ীর কাছ থেকে বিশাল মিছিল করে তারা বিকাশভবনে ধর্নায় যোগ দেয়। কয়েক হাজার কম্পিউটার শিক্ষক ধর্নায় যোগ দিয়েছে দাবি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল কম্পিউটার শিক্ষক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের।

কম্পিউটার শিক্ষকদের দাবি, চলতি মাসের ২৪ জানুয়ারি তাদের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের চাকরির পুনর্নবীকরণ হয়নি। পরবর্তীকালে তাদের চাকরি থাকবে কিনা সে বিষয়ে সরকার তাদের কোনও নিশ্চয়তা দেয়নি। তাই তারা চাকরি সরকারিকরণের দাবি জানিয়েছেন। তারা বিভিন্ন স্কুলে বেসরকারি শিক্ষক হিসেবে কাজ যোগ দিয়েছিলেন। শিক্ষকদের দাবি, কমপক্ষে তাদের সঙ্গে সর্বনিম্ন ৭ বছরের চুক্তি করতে হবে। তাদের মাসিক বেতন দিতে হবে। এই ধর্নায় বসা কম্পিউটার শিক্ষক টুনু মণ্ডলের বক্তব্য, পশ্চিমবাংলায় সাড়ে তিন হাজার মহিলা কম্পিউটার শিক্ষক রয়েছে। তারাও কাজ হারাতে বসেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তিনি।

সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে ডেঙ্গু সচেতনতায় নামবে পুরসভা

স্টাফ রিপোর্টার: ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ এবং ট্যুইটার এই ধরনের সোশ্যাল মিডিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ডেঙ্গু সচেতনতা প্রচারে নামতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। সোমবার কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে বৈঠক করল পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর। বিভাগীয় মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষের নেতৃত্বেই এই বৈঠক হয়। তিনি বলেন,'প্রথমত সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হবে। দ্বিতীয়ত, সমাজে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং ডেঙ্গু নিয়েও অনেকবার প্রচার করে থাকে তারা। তাই তাদের সঙ্গে নিয়ে শহরকে মশাবাহিত রোগ মুক্ত করতে প্রচার করা হবে'। তিনি আরও বলেন, 'তারা অর্থাৎ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আমাদের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। যতরকম সাহায্য তারা করতে পারে তেমনটাই করবে'। সোশ্যাল মিডিয়াগুলিতে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া সম্পর্কে সচেতনচতা নিয়ে গ্রুপ খোলা হবে। সেখানেই সচেতনতার যাবতীয় তথ্য দেওয়া থাকবে। এমনটাই জানান, অতীনবাবু।

মশাবাহিত রোগ নিয়ে মেয়র সহ বিভাগীয় মেয়র পারিষদরা এবং ১৪৪টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা চলতি মাস থেকেই ডেঙ্গু প্রচারে পথে নামছে পুরসভা। মশাবাহিত রোগের সচেতনা বাড়ানোর প্রচারে আগাম প্রস্তুতি হিসাবে ২০ জানুয়ারি সকাল ১০টায় মেয়র পুর ভবন থেকে পদযাত্রা শুরু করবেন বিভিন্ন এলাকায়। তারপর দিন অর্থাৎ ২১ জানুয়ারি থেকে প্রায় জুন মাস পর্যন্ত ১৪৪টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা নিজ নিজ ওয়ার্ডে ডোর টু ডোর অভিযান চালাবে। একটি বিশেষ প্রচারপত্র এবং তার সাথে কাউন্সিলররা মানুষকে বোঝাবেন মশাবাহিত রোগ থেকে বাচঁতে কী কী করা উচিত এবং কী কী করা উচিত না। এমনটাই জানান মেয়র পারিষদ(স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ। এমনকি মশার উৎস খুঁজতে ভবিষ্যতেও ড্রোনের ব্যবহার করবে বলে পরিকল্পনা রয়েছে পুরসভার। ডেঙ্গু সচেতনতা নিয়ে পদযাত্রাতে বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও থাকবে বলে জানান অতীনবাবু।

মানুষের মধ্যে সচেতনতা প্রচারই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য। এই অভিযানে প্রচার বার্তা থাকছে, ' ব্লিচিং নয়, ধোঁয়া নয়, ডেঙ্গু প্রতিরোধে চাই জন্মস্থলে (জমা জল) মশার বিনাশ'। অতীনবাবু জানান, 'ব্লিচিং পাউডার বা ধোঁয়াতে ডেঙ্গুর ভাইরাস মরে না। শুধু মরে যায় ব্যাক্টিরিয়া। ডেঙ্গু হলেই ধোঁয়া দিতে বলে প্রায় সকলেই। কিন্তু ধোঁয়ার রোগের দাপট কমার নজির আজও মেলেনি। কারণ, ডেঙ্গু-রোগীকে কামড়ে এডিস মশা রোগ ছড়ানোর ক্ষমতা অর্জন করে তার জন্মের ৭-৮ দিন পর। ভাইরাস জনিত সেই মশার কামড় খেয়ে, কারও ডেঙ্গু হতে সময় লাগে মশা কামড়ানোর পর থেকে ৭ দিন, সেই রোগীর ডেঙ্গু হয়েছে কীনা তা জানতে সময় লাগে আরও ২-৩ দিন। সেই সময় পর্যন্ত সেই মশা আর বেঁচে থাকে না। অতএব ধোঁয়া ছড়িয়ে লাভ নেই। তাই ডেঙ্গুর মশা মারতে প্রথম থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। জমা জল, পরিত্যক্ত আবর্জনা এইগুলি ফেলে রাখা যাবে না'। কাজই মানুষকে সচেতন করতে এবং জনসংযোগ বাড়াতে পথে নামবে পুরসভা।

পাহাড়ে পর্যটক টানতে এবার প্রচার সিডি একাধিক ভাষায় 'ডেস্টিনেশন হিল' পর্যটন দফতরের

সুমন গাঙ্গুলী

পাহাড়ে পর্যটক টানতে এবার নতুন উদ্যোগ রাজ্যের। গুরুং বাহিনীর লাগাতার আন্দোলনের ফলে ইতিমধ্যেই প্রায় ১০০০ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে বলে দাবি রাজ্যের। প্রায় ১০৪ দিনের বন্‌ধে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে পাহাড়ের পর্যটন ব্যবসা। রাজনৈতিক বন্‌ধের ফলে পর্যটকশূন্য ছিল দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং। তবে পাহাড়ের 'পালাবদল'-এর ফলে কিছুটা হলেও অবস্থা ফিরেছে এই শৈল শহরের। ইতিমধ্যে জিটিএর দায়িত্বে পেয়েছেন বিনয় তামাং-অনিত থাপারা। এবার পাহাড়ে পর্যটক টানতে এবার দেশজুড়ে প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বাংলার বাইরেও বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রচুর পর্যটক ভিড় করেন পাহাড়ে। পাশাপাশি বিদেশি পর্যটক তো আছেই। তাই এবার থেকে বাংলা ছাড়াও হিন্দি, ইংরাজি সহ একাধিক ভাষায় 'ডেস্টিনেশন হিল' এ প্রচার করা হবে শান্ত পাহাড়ের ছবি। পাশাপাশি এই

অডিও-ভিস্যুয়াল প্রচার ব্যবস্থায় তুলে ধরা হবে পাহাড়ের সৌন্দর্যের নানাদিক। তুলে ধরা হবে পাহাড়ের নিজস্ব সংস্কৃতির কথাও। সূত্রের খবর, জানুয়ারি থেকে টানা এপ্রিল মাস পর্যন্ত দেশের সর্বত্র প্রচার করা হবে এই 'ডেস্টিনেশন বেঙ্গল, ডেস্টিনেশন হিল'এর। রাজ্য অনুযায়ী বদল হবে ভাষারও। সারা দেশের মধ্যে বছরে বিদেশি পর্যটকের নিরিখে রাজ্যের স্থান পঞ্চম, প্রায় ১৪.৯ লক্ষ। অপরদিকে দেশি পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৭কোটির মতো। রাজ্যের পর্যটন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বক্তব্য,'পাহাড়ে লাগাতার অনৈতিক বন্‌ধের ফলে পর্যটনের যেভাবে ক্ষতি হয়েছে তা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত। এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে পৌঁছাতে চাইছি। তাই দেশের প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষাতেই তৈরি করা হচ্ছে এই প্রচার ভিডিও।' এর আগে শাহরুখ খানকে দিয়ে 'ডেস্টিনেসন বেঙ্গল' নামে ২ মিনিটের একটি প্রচার সিডি তৈরি করে পর্যটন দফতর। তবে এবার শুধুমাত্র পাহাড়ে পর্যটক টানতে উদ্যোগ নিল পর্যটন দফতর। ইন্দ্রনীল সেনের বক্তব্য,'পাহাড় এখন শান্ত। তাই পর্যটকদের পাহাড়ে আসার ক্ষেত্রে আর কোনও সমস্যা নেই। সেটাই আমরা দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরব।' ইতিমধ্যে পুরোদমে চালু হয়েছে টয়ট্রেন। পাহাড়ের পাশাপাশি এই টয়ট্রেনও দেশ-বিদেশের পর্যটকের কাছে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তাই 'স্বয়ং সম্পূর্ণ' পাহাড়ে পর্যটকদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসাই প্রধান লক্ষ্য রাজ্যের। পর্যটন দফতরের আশা, এই ভিডিও সিডির হাত ধরেই পর্যটনের ক্ষেত্রে ঘুরে দাঁড়াবে পাহাড়। প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দেশের বেশ কয়েকটি বাছাই করা রেল স্টেশন ও বিমানবন্দরে প্রচার করা হবে পাহাড়ে পর্যটক টানতে তৈরি হওয়া এই ভিডিও সিডি। পাশাপাশি কয়েকটি রাজ্যের জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেলেও দেখানো হবে।

৩০ কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার মাদক পাচারকারী

স্টাফ রিপোর্টার: ৩০ কিলো গাঁজা সহ এক গাঁজা পাচারকারীকে বনগাঁর ছয়ঘড়িয়া থেকে শনিবার রাতে গ্রেফতার করল নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো।

ধৃত পাচারকারীর নাম জব্বার আলি তরফদার। তার কাছে থেকে বাজেয়াপ্ত গাঁজার বাজার মূল্য তিন লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর আধিকারিকরা। নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো সূত্রে জানা গেছে, তারা ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক

পাচারচক্রের সন্ধান পায়। তদন্তে নেমেছে তারা জানতে পারে জব্বার আলি তরফদার নামে এক ব্যক্তি ভারত-বাংলাদেশ গাঁজা সরবরাহ করে। এরপর নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর আধিকারিকরা ক্রেতা সোজা জব্বারের বাড়িতে হানা দেয় এবং তার বাড়ি থেকে ৩০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে। জেরায় জব্বার জানিয়েছে, মণিপুর থেকে গাঁজা এনে বাংলাদেশের পাচারকারীদের গাঁজা সরবরাহ করত। তার সঙ্গে দুই দেশের বেশ কয়েকজন গাঁজা পাচারকারী এই কাজে জড়িত। এনডিপিএস আইনে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো। ব্যুরোর আধিকারিকরা তার সঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।